জড়ের জীবসত্ত্বা এবং সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য

অশোক তাঁতী

কালিদাসের সময় থেকেই কবিরা প্রাকৃতিক বস্তুসকলের মধ্যে জীবসত্ত্বা আরোপ করেছেন। শকুন্তলার প্রতি দুরন্ত হরিণ থেকে লতাপাতার স্নেহ আমাদের অজানা নয়। বিদ্যাসাগর রচিত 'শকুন্তলা' উপন্যাসই প্রথম বাংলা গ্রন্থ যেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমান প্রজন্মের জয় গোস্বামী প্রত্যেকেই না-মানুষের এই অতিমানবিক চেতনায় মগ্ন থেকে তাঁদের কাব্য নির্মাণ করেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষা ধার করে বলা যায় যে, এই অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি তাঁরা শিল্পের অঙ্গ হিসাবে অলংকার বলে গ্রহণ করেছেন। বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ জড় বস্তুর ক্ষেত্রে এর প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় 'অযান্ত্রিক' গল্পে, যেখানে আছে পুরোনো গাড়ি ও তার ড্রাইভার মালিক। এক অতিমানবিক মিথসক্রিয়ায় ড্রাইভার গাড়ির ব্যবহার বুঝতে পারে, সে গাড়ির বোধ্যভাষাতে কথা বলে। গল্পের মধ্যে জড় বা না-মানুষের এই অতিমানবিক চেতনা গোষ্ঠিচর্চার মাধ্যমে সত্তরের দশকে প্রথম 'নিম সাহিত্য' আন্দোলনের লেখকেরা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা না - মানুষের অবিকৃত প্রকৃতি নয়, গ্রহণ করেছেন আত্মের ভিতর প্রক্রিয়াশীল প্রকৃতির রূপ। নিখাদ আবেগচর্চা ছেড়ে তাঁরা চর্চা করেছেন বুদ্ধিদীপ্ত আবেগের। এজন্য বরণ করেছেন লেখকের পরিশ্রমকে। গদ্যকার থেকে তাঁর চর্চা করেছেন বুদ্ধিদীপ্ত আবেগের। এ ব্যবহার করেছেন। অযান্ত্রিকের কাল পর্যন্ত লেখকেরা ক্ষুদ্রাকারের বস্তু, যন্ত্র বা যা কিছু ক্ষুদ্র বলেপ্রতীয়মন হয় এবং যাদের মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণ কমনীয়তা আছে সেইসব জড় পদার্থকে জীবিত বস্তুরূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু বিমানরা কারখানার বৃহৎ যন্ত্রপাতিকে, যাদের মধ্যে সামান্যতম কমনীয়তা নেই,জৈব পদার্থরূপে কল্পনা করতে পেরেছেন। কারখানারসাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ না থাকলে যা ভাবা একান্তভাবে অসম্ভব। কারণ যন্ত্রের অসুখ হলে চালনকারী মানুষেরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরফলে বিঘ্নিত হয় তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। অর্থাৎ যন্ত্রের অসুখ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের অসুখ হিসেবে।

প্রথাগত সাহিত্যে আমরা দেখি চরিত্ররা আসে গল্পের ঘটনার নিষ্পত্তির জন্য। অর্থাৎ, চরিত্র ও ঘটনার আন্তঃসম্পর্কের ওপর প্রথাগত সাহিত্য গড়ে ওঠে। কঠোর অনুক্রম না মেনে সেখানে মূল গল্পের মধ্যে থাকতে পারে উপগল্প - তা যেমন মূল গল্পের মধ্যে থাকতে পারে উপগল্প-তা যেমন, যদি, কারণ ইত্যাদি কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে গড়ে ওঠে। এবং চরিত্র মানেই অবধারিতভাবে তা মানুষ। অর্থাৎ প্রথাগত গল্পে শুধুমাত্র মানুষের কর্মকাণ্ড, কৃতি ইত্যাদি আলোচিত হয়। দৃশ্যমান বস্তুসকলের মধ্যে পড়ে জড় ও জীবিত বস্তু,এই জীবিতদের মধ্যে আছে প্রাণী ও অপ্রাণী, মানুষ ও মানবিক চেতনাহীন প্রাণী। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে দ্বন্দ্বময় উপলব্ধি তা জন্ম দেয় ঘটনার। প্রাণী, অপ্রাণী, দ্বন্দ্বময় উপলব্ধি ভাঙতে পরমাণুতে পরিণত করার যে উদ্দেশ্যহীনতা এবং অনিশ্চয়তা তা ভেঙে দেয় প্রচলিত ন্যারেটিভকে, ভেঙে দেয় প্রচলিত ক্যাননগুলোকে এবং বিকৃত অভিজ্ঞতা শেষপর্যন্ত অ-যৌক্তিকতাতে বিলীন হয়। জড় ও জীবিতবস্তু পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে, মানুষের ব্যবহার ও কার্যক্রম যন্ত্রে পরিণত হয়, এবং মানুষের সেই জড়সত্ত্বা ও জীবিতসত্ত্বা পরস্পর ভাব ও বাক্য আদানপ্রদান করে। ছোটগল্পে যার বহুল প্রয়োগ আমরা দেখি প্রধানত সত্তর দশক থেকে। সাম্প্রতিক কালে লেখা মানব চক্রবর্তীর 'ওয়াগুারের মৃত্যু', 'ফেরাস' গল্পগুলিতে, দেবাশিস সরকারের 'উদ্বৃত', অশোক তাঁতীর 'দধীচির হাড়', 'বেতাল ও সন্ততি' এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'সতর্কতামূলক রূপকথা', সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'টাবুর রোববার', প্রফুল্ল চন্দ্র সিংহের 'ধবস' গল্পে এবং যে যেউপন্যাসে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় তা হল মানব চক্রবর্তীর 'লোকোমোটিভ'; শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নীচের লোক উপরের লোক'।

'লোকোমোটিভ'--এর ভূমিকাতে মানব লেখেন 'অকেজো ভাল্ব্ বা আর্টারিতে স্টেনোসিস নিয়ে যন্ত্র মন্তরের আনুকূল্যে মানুষ দিব্যি মানুষের মতো। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তো শো - কেসে পাওয়া যায়। কেউ বলবেন ব্রেণ? তারও পরিপূরক আসছে।...এই দিনকালে ল্যাংগুয়েজ অফ্ মেসিনস্ কোনও চমক নয়। সত্যের সুদূর।' অর্থাৎ লোকোমোটিভ লেখার সময় তাঁর মনে কল্পবিজ্ঞানের চিন্তা ছিল। যদিও এই গল্পগুলোর সাথে কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মৌলিক পার্থক্য আছে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প বর্তমানকে বর্ণনা দেয়। এইগল্পগুলোতে সেধরনের কোনো উপাদান নেই। তবে বাস্তবকে পুনঃনির্মাণ ভাষার মতই অন্যরকম হয়ে যায়। তবে গল্পগুলোকে কী কোনোভাবে ম্যাজিক রিয়ালিজমের সাথে তুলনীয় বলা যায়? ম্যাজিক রিয়ালিজম কুহক আর বাস্তবের রহস্যময় মাখামাখিতে একনতুন প্রকাশভঙ্গি করে নিয়েছিল। কখনও কখনও ভাষার সেই বিস্ময়কর উদ্ভাবনী নৈপুণ্য থাকলেও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষ সম্পর্কিত সেই অলৌকিকতা যন্ত্ররাজ্যেও বিস্তার লাভ করে। মানবিকতা ও প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বে নির্মিত হয় নতুন ভাষ্য--

Lawrence Buell তাঁর "The Environmental Imagination" বইতে চারটি মান নির্ধারণ করেছেন। (১) না - মানবিক পরিবেশে গল্প শুধুমাত্র ফ্রেমিং হিসেবে থাকে না, বরং এই উপস্থিতি মানব ইতিহাস যে প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংশ্লেষ সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে শু করে। (২) মানুষের স্বার্থ কখনই একমাত্র বৈধ স্বার্থ হতে পারে না। (৩) পরিবেশের কাছে মানুষের দায়বদ্ধতা, টেকস্টের নৈতিক চরিত্র নির্ধারণ করে। (৪) স্থির না ধরে পরিবেশকে কেউ কেউ টেকস্টের অন্তর্নিহিত ধারাবাহিক পদ্ধতির অঙ্গ বলে মনে করেন। যন্ত্রপাতিকে প্রকৃতির অংশ ধরলে পরিবেশ সম্পর্কীত বুয়েলেরমান টেকনো গল্পগুলোতে সমভাবে প্রযোজ্য। গল্পে যন্ত্রের বক্তব্য আগুনের আবিষ্কার থেকে শু করে শিল্পবিপ্লবের ফলে অবিষ্কৃত যন্ত্র নানুষের ইতিহাস ও অস্তিত্বের সাথে সংশ্লেষিত হয়ে আছে। যন্ত্রসভ্যতাকে যন্ত্রের স্বার্থ সমান গুত্বপূর্ণ, যে যন্ত্র ব্যক্তিমানুষ ও মানবসমাজের অন্তর্নিহিতধারাবাহিকতার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। লিওতারের মতে বাস্তবতা হল 'to preserve certain consciousness from doubt'।

।। ছোটগল্প ।।

'তোমাদের মতো ফার্নেসও তো জন্ম দেয়। তবে ফার্নেসের পুষ লাগে না। আমরাই বহু পুষ - ফার্নেসের বাচ্চার জন্ম দিই। যত ফার্নেসের বাচ্চা বাড়ে আমাদের বাচচ

ারা তত ভাল থাকে।' জিনি বলে - চুপ অসভ্য। খালি ঐ সব কথা দিয়ে বুঝি তুলনাটা আসে? নাইট সিফটে ফার্নেসের সঙ্গে রাত কাটিয়ে কাটিয়ে এসবই বেরোচ্ছে এখন? ' ('চাকার কান্না')। এইভাবে গল্পের মধ্যে কার্যকারণ - সম্পর্কের অবলোপ ঘটে। ফার্নেস এখানে নারীত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। নারীর মতই সে গর্ভধারণ করে, যদিও ফার্নেসের গর্ভে থাকে আগুন। সেই আগুন থেকে ফার্নেসের গর্ভে জন্ম নেয় লোহা, জন্ম নেয় স্টিম-যা থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। আপন গর্ভের মধ্যে কোনো সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বার জন্ম দেওযার ক্ষমতার জন্যই ফার্নেস, হয়ে ওঠে নারী। 'যাকে আমি - তুমি - সে - তাহারা - বি - টেক, এম - টেক, ধাতুবিদ - চুকলিখোর - ল্যাংবাজ - জাঁহাবাজেরা ল্যান্সিং - পাইপ হাতে অগ্রগতির শপথ নিয়ে প্রতি শিফটে দু - বার করে সম্ভোগ করি' (ওয়াগুার)। ফার্নেসের 'লৌহপ্রসব কালে কী - সাংঘাতক রোয়াব' (ওয়াগুার)। কারখানারকর্মীরা 'শেডের নীচে রোলিং মিলের নাড়ী কেটে প্রসব' করায়, (ইস্পাতের ঘর)।

সেই ফার্নেসের মানব অনুরূপতার জন্যই থাকে শারীরিক প্রয়োজনীয়তা, থাকে জীবন ও মৃত্যু। 'কারখানার ঝাপড়ঝাঁই শরীর - চাপা জল এই খাল দিয়ে বেরিয়ে যায়।....উটো কারখানার মুত বটে' (জাঙল)। 'বিশাল গর্জানো আট নম্বর ফার্নেসটা আজ ক'মাস হল বরফের মতো ঠাণ্ডা স্তব্ধ। বোধ হয় মৃতও' (চাকার কান্না)। 'দধীচির হাড়' - এ যন্ত্র ও মানুষের এই তুলনা আসে '--মানুষ আর যন্ত্র এক হল?/ পার্থক্য কোথায়? পাম্পের মত তো হৎপিণ্ড কাজ করছে। ত্রেনের দাড়ার মত হাতগুলো। ফ্লেম স্ক্যানারের মত চোখ।' মানবিক সম্পর্কময় এই যন্ত্রের থাকে অহংবোধ। '-লজ্জা কই? লজ্জা? ইন- অ্যানিমেট সোসাইটি যথেষ্ট সংবেদনশীল। লজ্জা করে না? মানুষদের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? তোদের জন্যে। আমাদেরও অ্যাকসিডেন্ট মানুষদের জন্য। বিম - এর কাঁপাকাঁপা স্বর। ইন - অ্যানিমেট সোসাইটির যাবতীয় অ্যাকসিডেন্ট --- মানুষই দায়ী।.... সারা দেশে অসংখ্য বিকেম মারা গেছে।....শ্যফট - এর কাপলিংটা কাঁদছে --- রাস - ফস্...কিট্ কিট্ --- কট্-কট্..... অতিমানবিক চেতনা .... কুক্ কটঃকট্'। এই অতিমানবিক চেতনার জন্য তারা প্রশ্ন তোলে 'চারিদেক অ্যাকসিডেন্ট .... পথে শহরে গ্রামে খরা বন্যা খাদ্যাভাব অর্থভাব বস্ত্রাভাব.... সব অ্যাকসিডেন্ট .... মৃত্যু রোগ জ্বরা.... সব অ্যাকসিডেন্ট ....অ্যানিমেট সোসাইটি জবাব চাই, জবাব দাও (রাবিশ রূপকথা)'। দুর্ঘটনা এখানে বহুমুখী, পৃথিবীর তাবৎ সুখ - অসুখ - সৃষ্টি - ধ্বংস - সভ্যতা - অসভ্যতা - যন্ত্র - মানুষ সব কিছুকে জড়িয়ে অহরহ ঘটে চলা এক সার্বিখ প্রক্রিয়া। বিমানের এই গল্পে আছে শব্দের পর্যায়বৃত্ত ব্যবহার। আসলে যন্ত্রদের ভাষা সবসময় বোধগম্য হয় না।

মানবের ওয়াগুার অযান্ত্রিকের গাড়িটার মতো মানুষের ভাষা বোঝে। দু'লিটার প্রেট্রোল আর দু'আউন্স টুটি' যার 'রাতের খাবার। গ্যারেজওয়ালা যাকে ডায়েটিং শেখায়। অন্ধকার রাস্তায় যাকে 'মাস্টার, লেট দেম কাম ক্লোজ, কাছে এলেই আচমকা টপ গিয়ার করে এ্যাক্সিলারেটারে মোচড় দাও, একেবারে সিক্সটি....একটাকে শুইয়ে আমি বেরিয়ে যাব....ডোন্ট ওরি...'। এই ওয়াগুারেরও মর্মান্তিক মৃত্যু হয় অযান্ত্রিকের গাড়িটার মতো। 'স্যাণ্ডের দুটি উধর্বমুখী রড স্থির নিশ্চল যেন কোনও দৌড়বাজ ঘোড়া অন্তিমকালীন ভঙ্গিতেসামনের দুটি পা শূন্যে তুলে রেখেছে। শানে আছড়ে পড়ায় হেডলাইটে ত্র্যাক। কাঁচের বুকে লম্বা ফাটলগুলি সোজা। মনে হ'ল ওয়াগুারের চোখ থেকে গড়ানো জল'। মানুষের মতো বা ঘোড়ার মতোই শেষ হয় যন্ত্রের জীবনচত্র। তার মৃত্যুতে অনুভূতির তীব্রতম স্ফূরণ হয়।

মানবের 'ফেরাস' গল্প 'মাটির এপর সারি দিয়ে দাঁড়ানো লৌহপিণ্ড, ইনগট' - দের নিয়ে। 'সারসার কবরের জেগে থাকা স্মৃতিফলক' লৌহপিণ্ডের এভাবে পড়ে থাকার কারণ প্রথমেই তিনি বর্ণনা করেনঃ 'অর্ডারের স্পেসিফিকেশান মেলেনি। এই 'বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে' প্রকৃতি নিজের শোভা বিস্তার করে। লোকো ড্রাইভার সুখচাঁদ এক রাতে হঠাৎ সেই ইনগটদের কথা শোনে'। খানিকটা লোক - কথা বা রূপকথার ঢঙের এই ব্যবহার আমরা দেখেছি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি, ক্ষীরের পুতুল বা বুড়ো আংলাদের গল্পে। ইনগটদের হাজারো দুঃখ। বিভিন্ন খনি থেকে এসে 'আঠারোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিটে' জন্মানোর পর মেটার্লাজিস্টরা নাম রাখে ফেরাস, তারা 'স্পপ জীবনের যন্ত্রণা' সহ্য করতে পারছে না। তারা হতে পারত ব্রিজ, লাঙলের ফলা, বাচচাকে খাওয়ানোর চামচ, জাহাজের খোল, মর্টারের শেল ইত্যাদি। শিয়ালদের সাথে তাদের মারামারির ফলে রেগে গিয়ে শু হয় 'কম্বাসন। তীব্র দহন ত্রিয়ার তাদের আকৃতি বদলে গেলেও শিয়াল বিশ্রি ইঙ্গিতে পশ্চাদ্দেশে দোলন খেলিয়ে' ব্যঙ্গ করে 'নিষ্প্রাণের অমরতা।' সঙ্গমরত বেড়ালরাও বাধা পেয়ে বলে, 'শালা আখাম্বা লোহার বাচ্চা, দিলিতো সব মাটি করে? নিজের তো ইয়ে নেই তাই। 'সেই ইনগটরা কারখানায় দুর্নীতির খবর পেয়ে 'মাটিতে দুমদাম পড়ে' এম. ডি. অফিস গুঁড়িয়ে দিতে যায়। সেয়ালটার পেটের ওপর দিয়ে একটা ইনগট গড়িয়ে গেলে মরার আগে সে বলে 'ছোট্ট একটা শব্দ - লৌহবিপ্লব'। লোককথায় থাকে পশুপাখির গল্প, যারা মানুষের মতো কথা বলে, অতি ক্ষুদ্র শরীর ও শারীরিক শক্তিহীন হলেও, সবলের বিদ্ধে চালাকি বা বুদ্ধিবলে জয়ী হয়। দুর্নীতির বিদ্ধেও তারা বুদ্ধিবলে প্রতিবাদ জানায়। এখানে ইনগটরা সেই অসহায় পশুদের মতো, তবে বুদ্ধি নয়, কায়িম শ্রম ও চেষ্টায় তারা দুর্নীতির প্রতিবাদ জানায়। এইসব গল্পে কখনো অতিচালাক শেয়াল থাকে, দু'একটা গল্পে তাদের মৃত্যুও ঘটে, যেমন এখানেও ঘটেছে। লোক - কথার উপসংহারে থাকে শিক্ষামূলক নীতিকথা। ফেরাস গল্প একই ঢঙে শেষ হয়, যেখানে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় ঘটে। মানব ইস্পাত শিল্পের জয়গান গেয়েছেন বলে এই গল্পের শেষ শব্দ 'লৌহবিপ্লব'। এইভাবে মানব জড়বস্তুদের জীবিত সত্ত্বার মাধ্যমে এক আধুনিক লোক-কথা নির্মাণ করেন, যখন সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ইস্পাত।

মানবের 'উদ্বৃত্ত' গল্পে লেখক 'রিমোট টিপে বিভিন্ন চ্যানেলে' যাতায়াত করেন। একটা চ্যানেলে উদ্বৃত্ত হয়ে যাওযা এম.এ.এম.সি.-র যন্ত্রপাতিরা কথা বলে 'যন্ত্রপাতিগুলো বছর দশেক ধরে শুধু ঘুমাচ্ছে'। তারা আশঙ্কা করে 'আর বছর দশেক বাদে তারা মাটিতে মিশে যাবে।'

প্রফুল্ল কুমার সিংহের 'ধবস' গল্পে বন্ধকারখানার শ্রমিক প্রশান্তর স্ত্রী কল্পনা পাওনাদার মাখন পালকে যখন বলে 'কারখানা লকআউট আর কটা দিন সবুর কন', তখন 'সে মুহূর্তে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি মোটর হয়ে বনবন করে ঘুরে কল্পনার মগজের ক্লাচকাপলিং চোপাট করে দিল। কর্কশ ভাবে বলল টাকার অভাব? যে ঘরে একটা ডাঁসা পাকা ফল থাকে সে ঘরে টাকার অভাব আমি বিশ্বাস করি না। সেই মুহূর্তে 'কল্পনার কল্পলোক শূন্য। সাকশান পাম্প দিয়ে সব হাওয়া টেনে বের করে নিয়ে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে দিয়ে গেল মাখন পাল'। এই বাক্য কটাই গল্পটার নাভি - বিন্দু। সম্পূর্ণ গল্পের নির্মাণ তথা পরিসমাপ্তি এই বাক্যকটিকে ঘিরে। এটা সঠিকভাবে উচ্চারিত হবার পর গল্প নিজস্ব খাতেই বয়ে চলল। টুটুল পকেটমারি করল, মনিকা ভাড়া খাটল, নিজের আত্মাকে বিত্রি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কল্পনা টাকা জোগাড় করল, আর প্রশান্ত কারখানার মেসিন চুরি করে বিত্রি করে। এই গল্পে মানুষ হয়ে যায় হাই ফ্রিকোয়েন্সি মোটর, মগজের মধ্যে থাকে ক্লাচ - কাপলিং ইত্যাদি অপ্রাণীবাচক শব্দবন্ধ ভরা একান্তভাবেই কলকারখানার জীবন্ত অনুষঙ্গ। গল্পের মধ্যে জীবসত্ত্বা ও জয়বস্তু সারাক্ষণ নিজেদের ভূমিকা বদল করে চলে। লেখকের কোলিয়ারী জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত এই ধবসে মানুষের ন্যায়, নীতি, বিবেক, সম্মান ইত্যাদি সমস্ত মূল্যবোধের বিলোপ ও স্খলন ঘটে। বিবস্বায়নজনিত কারণে লক-আউট কারখানা থেকে যে ধবস বেড়েই চলে, কোলিয়ারি জীবনের মত মাটির নীচে নয় আরো গভীরে এক অন্তর্গত সত্তার মধ্যে।

র 'বেতাল ও সন্ততি' - তে বিজনের মেয়ের মত কখনও কোনো ফল্ট চেঁচিয়ে ওঠে, 'টুক্, আমাকে দেখতে পায়নি'। মানুষ এখানে বোঝে যন্ত্রদের ভাষা। 'একটু মনোযোগ দিয়ে খুঁজলে তারা সাড়া দেয়। খেয়ালখুশি মতো দুষ্টুমি করলে তার মতো এতো ভালোভাবে কেউ বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করতে পারে না। বিদ্যুতের এই ছোটছোট দুষ্টুমি তার ভীষণ ভাল লাগে, যেমন ভাল লাগে বাড়ি ফিরে সিমির মিঠেকড়া ব্যবহার।' যন্ত্র ও মেয়ে সম্পুরক হয়ে ওঠে। রাত্রে চারদিক নিঝুম হয়ে যেতে কাছাকাছি বিজনকে দেখে সুইচ ইয়ার্ডের এক যন্ত্রের 'ভীষণ কোলে উঠতে ইচ্ছা করে।...সি .টি.টা তার পিঠের ওপর আনন্দে লাফাতে থাকে। কিছু দিন আগেও সিমি তার পিঠের ওপ এমনি করে দুষ্টুমি করত। বিজন মাঝেমাঝে তাকে শিখিয়ে দিতো যা মাকে বলে এসো এক কাপ চা দিতে।' 'দধীচির হাড়' গল্পে জেনারেটার, ট্রানসফরমার, ব্রেকাররা বিদ্রোহ করে অ্যাকসিডেন্টের পর বিজনসাহেবের চিকিৎসার জন্য। এজন্য তারা সুইচ ইয়ার্ডে আসা ভবেশ আর ইসমাইলকে ভূতের ভয় দেখায়। ঘটলেও তাদের বোঝানো যায় না। দু'চারটে বাংলা ছাড়া চীনা ভাষার মতো চ্যাঁ - চোঁ - চুং শোনা যায়'। তাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এক কোম্পানির শেয়

ার অন্য কোম্পানিতে আছে, তাই তাদের নিজস্ব দেশ নেই, তারা বিশ্ব নাগরিক। চালু করার সময় নারকেল ফাটিয়ে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়া হলেও তাদের কোনো ধর্ম থাকে না। যন্ত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় না। কেরিয়ারিস্ট যন্ত্ররা অজগ্রামে যাওয়ার বদলে ইষ্টার্ন বাইপাশের ধারে পোস্টিং চায়। কারণ 'ওখানে সুযোগ সুবিধা যেমন বেশী তেমনি সব সময় লাইম লাইটে থাকা যায়'। তাদের মনে হয় 'মানুষগুলো তাদের বিদ্ধে চক্রান্ত করেই চলেছে।এম. এ. এম. সি., বি. ও. জি. এদের মত যারা দেশের গর্ব ছিল, অল্প অসুস্থতায় তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া গেছে। সামান্য অ্যান্টিবায়োটিকটুকুও দেওয়া হয়নি। এমন কী মৃত্যুর পর সঠিক সৎকার পর্যন্ত করা হয় নি। যন্ত্রপাতিগু এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মরেপড়ে আছে।... কারেন্টরা খবর আনে, মানুষগুলো ওখানে প্রস্তর যুগের সভ্যতা আনতে চাইছে।

স্বপ্নময়ের মতে 'যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়'। অর্থাৎ মানুষের দাসত্বকে তিনি উৎপাদন ব্যবস্থার মার্ক্সিয় তত্ত্বের সাথে যুক্ত করেছেন। 'লজ্জামুঠি' -তে ঘরের প্রয়োজনে আনা মিকসি, ওয়াসিং মেসিন আসার ফলে সন্দেহ জাগে 'মেসিন ভাল না মানুষ ভাল, মানুষ ভাল না মেশিন ভাল, মেশিন-মানুষ মানুষ - মেশিন। মেশিন, মেশিন, মেশিন'। কাজের মেয়ে সুচিত্রা মেশিনকে জিভ ভ্যাঙালে মেশিনও তাকে জিভ ভেঙায়। মেশিন তার সাথে কথা বলে কিন্তু শেষপর্যন্ত মেশিনের জন্য সুচিত্রা উদ্বৃত্ত হয়েপড়ে। 'ইঁদুর মানুষ নয়' গল্পে বিমান - বন্দরের রাডারে মাঝেমাঝে পদ্মফুল, প্রজাপতির ছবি ফুটে ওঠে। যা কেউই সারাতে পারে না। রাডার অপরেটার রঞ্জন আর টেকনিশিয়ান মণ্ডল দেখে কিছু 'টেকনোলজি বিশারদ ইঁদুর প্রজন্মের নবীনপ্রজাতি যারা পয়দা হয়েছিল রাডারের ভেতরে', উদভ্রান্তের মত রাডারের ভেতরে ঢুকে খারাপ আই সি চিহ্নিত করে। বারবার এরকমহওয়ার পর শেষবার আর ইঁদুর ঢোকে না। তার বদলে উদভ্রান্তের মত সুইপার মদন ঘরে ঢুকে খারাপ আই. সি. কো. চিহ্নিত করে এর কারণ কী? 'মদনা তো মেশিনটার ধুলো ঝাড়ত মুছতো, ঘর পরিষ্কার করত, হয়ত মদনার সঙ্গে মেশিনের ...'। এটা কী ইনস্টিংকট্? যে ইনস্টিংকটের জন্য 'বাবুই পাখি দর্জির কাজ না জেনে বাসা তৈরি করে। মৌমাছি জ্যামিতি জানে না, অথচ জ্যামিতি মেনে মৌচাক তৈরি করে'। মদন রাডারের নামই শোনেনি। মাঝে মাঝে ওর মাথার মধ্যে বিপ্‌বিপ্ আওয়াজ শুনে মেশিনের কাছে ছুটে যায়। কেনযায় তাও জানে না। প্রশ্ন করে জানা যায় মদন স্টোর পরিষ্কার করতে গিয়ে ইঁদুরগুলোকে ধরে খেয়েছিল, তারপর থেকে তার এই ক্ষমতা হয়। মেশিন ও মদের এই মিথোজীবিতা লক্ষ করে মণ্ডল। এরপর তিনবার দিন মণ্ডলের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। রাডার আবার খারাপ হয় । ঝড়বৃষ্টি মধ্যে গায়ে ওয়াটার প্রুফ, ছাপা ছাড়া মণ্ডল উদভ্রান্তের মত রাজার রুমে ঢুকতে তা সরিয়ে বেরিয়ে যায় করণ সে মাথার মধ্যে বিপ্‌বিপ্ অওয়াজ শুনেছিল। রঞ্জন তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কি মদনাকে খেয়ে নিয়েছিল?/ মণ্ডল রঞ্জনের পা খামচে ধরে। বলে, 'রঞ্জিত, ভাই আমার। তুই আমায় বাঁচা। ঘোষসাহেব এবার আমায় খাবে'।

জীবিতদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান। যন্ত্র যখন জীবিত হয়ে ওঠে তখন তারাও ভাব বিনিময় করে। 'ইঁদুর মানুষ নয়' গল্পে যোগাযোগের মাধ্যম রাডারের বিপ্‌বিপ্ শব্দ, 'ফেরাস' গল্পে তা লোহা। আহ্লজার হাতের মোটা স্টেনলেস স্টিলের বালা খবর দেয় মাতি গাড়ির স্যাসিকে, মাতি গাড়ির স্যাসি বুলডোজারের দাঁতকে, বুলজোজারের দাঁত ইনগটকে। 'উদ্বৃত্ত' গল্পে তারের ভেতর দিয়ে প্রবহমান বিদ্যুৎই যোগাযোগের মাধ্যমে। কখনও তা আকাশের বিদ্যুৎ। আর বয়লারের মতো মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির কাছে স্টীম। অর্থাৎ একাধিক যোগাযোগের মাধ্যম। গল্পের নির্দিষ্ট ধরন থেকে এই মাধ্যম নির্ধারিত হয়। গল্পে যন্ত্রদের অন্য যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল যূথবদ্ধতা। কারখানার শেডের নিচে থাকার জন্য স্বাভাবিক কারণেই তারা যূথবদ্ধ। গল্পের মধ্যে যন্ত্রদের মতবাদ, ভাবনা ইত্যাদি বিষয়েও ঐক্য দেখা যায়। যদিও সূক্ষ্ম শ্রেনিবিভাগ সেখানে থাকে। যেমন 'ফেরাস' গল্পে বিভিন্ন ধরনের ইনগটের ইচ্ছা। কারো ইচ্ছা জাহাজের খোল হবার, কারো বাড়ির আলমারি ইত্যাদি। কিন্তু কিছু না হতে পারার বেদনার মধ্যেও তারাইস্পাত কারখানা ও তার শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেরিনেত্তির ফিউচারিজম -এর Analogy -র কথা স্মরণ করতে পারি। ফিউচাররিজম -এর মতে Analogy হল "nothing but deep love that connects distant things, things that are seemingly different or hostile to each other. (Manifesto du ন্দ্রত্তব্ধত্তজন্দপ্পগ্ন । জীবসত্ত্বা গল্পে ঠিক এই ধরনের Analogy দেখা যায়। ফিউচারিজম গতি, যন্ত্র ও যুদ্ধের জয়গানযুক্ত। মেরিনেত্তি মেশিনগান ও নারীর তুলনা করেছেন, ইস্পাত বা লোহাকে অধিক আকর্ষণীয় মনে করেছেন। মেরিনেত্তির মতে " Time and Space died yesterday. We already live in the absolute because we have created eternal, omnipresent speed." যন্ত্রদের নির্ধারিত এই ফ্রেমে মানুষেরও কিছু ভূমিকা তাকে। ঐ ফ্রেমের মধ্যে মানুষ প্রবেশ করে এবং যন্ত্রদের সাথে বা নিজেদের মধ্যে যন্ত্র নিয়ে কথা বলতে বলতে তাদের প্রস্থান।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'টাবুর রোববার' গল্পটি বারো বছরের এক একাকী বালকের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক। ছোটছোট বাক্যে সংগঠিত এই গল্পটা টাবুর সাথে পাঠককে একাত্ম করে ফেলে। তার নিঃসঙ্গ 'খুশিমতো ঘরময় চলতে ফিরতে' পারা দিনটি রোববারে হঠাৎ বদলে যায়। সেদিন তার 'সরকারী ইনজিনিয়ার' বাবা আর 'ব্যাঙ্ক অফিসার' মা ঘরে থাকেন। বাবা যখন তাকে ঘুম থেকে উঠতে বলেন তখন তাকে উঠতে হয়। মা যা খেতে বলেন তা তাকে খেতে হয়। সে কখন টিভি দেখবে, কিভাবে স্নান করবে, দুপুরে কতক্ষণ ঘুমাবে, বিকেলে কতটুকু পার্কে যাবে, আবার পড়া, খাওয়া ঘুমানো সমস্তই তার বাবা-মা ঠিক করে দেন। মানবের ওয়াস্তারের মত টাবু তার বাবা -মায়ের খেলনাতে পরিণত হয়। সেই যান্ত্রিক জীবনে যান্ত্রিক খেলনা জীবন্ত হয়ে ওঠে। এখানে সুখেন্দ্র একটি খেলনা রোবটকে ব্যবহার করেছেন। সেটা রিমোটে চলে, কথা বলে। টাবু এই জড়বস্তুকে বলে 'তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু'। রোবটও টাবুর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে 'তুমিও আমার সত্যিকারের বন্ধু'। এইভাবে যন্ত্র ও মানুষের মিতোজীবিতা বালকের একাকীত্বকে ভাঙচুর চালিয়ে নতুন সম্পর্ক - বিন্যাস গড়ে তোলে। আধুনিক যন্ত্র - সভ্যতাতে সম্পর্কের যে বাস্তবতা ক্রমশ এক যৌথ স্বার্থ রূপে উঠে আসছে। যান্ত্রিকতার কাছে মানুষের দায়বদ্ধতা এই টেকস্টের নৈতিক চরিত্র নির্ধারণ করে।

।। উপন্যাস ।।

মানবের দুটো উপন্যাস 'স্যালামান্ডার' ও 'লোকোমোটিভ' এই প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। স্যালামাণ্ডার উপন্যাসটা তাঁর 'ওয়াণ্ডার' গল্পের পরিবর্ধিত রূপ। মানবিক সম্পর্কগুলো এই উপন্যাসে আরো পরিণতির দিকে এগোয়। যেমন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'যন্ত্রভাষা' -র সিফ্‌ট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার ইয়ং ও হোলকিপার পশুপতি বাউড়ির মাধ্যমে ফার্নেস - ফোরম্যান 'আমি' আবিষ্কার করে 'ফার্নেস ইজ এ প্রেগনেন্ট লেডি। হয়ং শেখায় কিভাবে যন্ত্রের কাছে নিবেদিত প্রাণ হয়ে, ফাইটার হয়ে প্রোডাকশন বাড়াতে হয়, আর পশুপতি বলে 'আগুন আমার মা, আগুন আমার বাপ,...আগুন মোদের ডিংলা মাচারফুল, ঘরের ছাদে পুয়াল'। 'আমি'-র লৌহশিল্পের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে ওঠার পটভূমি পরিস্কার হয়। এই পারিপার্শ্বিকে আমরা তাকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারি কেন সে মনে করে 'আয়াম এন আয়রন মেকার। অম্বল - অজীর্ণ - অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তার অতি তুচ্ছ বাই - প্রোডাক্ট। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ঠিক থাকলে বাই - প্রোডাক্টের কিছু এসে যায় না। বিশেষ করে তেমন প্রোডাক্ট যা একটা দেশের সংহতির নাট - বল্টু বিম ওয়্যার - রোপ - কালিয়ারি আর্ক - রেললাইন - জাহাজের খোল মর্টার শেল - রকেট লঞ্চারের অতিকায় শরীর লোকোমটিভের স্ট্রাকচার - স্যাসি - এক্সেল অর্থাৎ অসংখ্য শিরা - উপশিরায় কষে বেঁধে রাখে। এতসব সাফল্যের পর অম্বল-অনিদ্রা - অজীর্ণের দাঁত ফোটানি একজন আয়রন মেকারের কাছে নস্যি। অসুস্থতা ক্লান্তি ছাড়াও জয় যে উপজাত পদার্থ হতে পারে তা মানব আমাদের দেখালেন।

'লোকোমটিভ' যন্ত্র ও মানুষের ভালবাসা, বঞ্চনা এবং যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। জাপানি ও ভারতীয় যৌথ উদ্যোগে তৈরি ভারতীয় রেলওয়ের নতুন ট্রেনের হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা করে এক কাল্পনিক অন্ধকারে পৌছানোর মধ্যে আমরা জেনে যাই ট্রেন যন্ত্রাংশ তৈরি, নামকরণ, ভারতীয় রেলওয়ের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা সম্পর্কে।

জানা যায় নিম্নস্তরের কর্মী ও ড্রাইভারের অস্তিত্বের বিপন্নতা, দুর্নীতি ও গর্ববোধের জায়গাগুলো। উপন্যাসের ভূমিকাতে মানব লেখেন 'প্রতিটি যন্ত্রাংশই মানুষের অস্তিমজ্জামনন - এর গ্রেভি দিয়ে তৈরি'।এজন্য হিতাচির মোটর, হুইল, পেন্টোগ্রাফ, বাফার ইত্যাদিরা মানুষের ইতিহাস নিয়ে চিন্তিত হয়। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির ঝামেলার মধ্যে ড্রাইভার ডি কোস্টা হাউলিং সাউণ্ড শুনতে পায়। আবার ডি কোস্টার মন্তব্য সরাসরি চলে যায় যন্ত্রের চিন্তায়। পর্য ায়বৃত্তভাবে যন্ত্রের চিন্তা ও ড্রাইবার ডি কোস্টা, ড্রাইভার রামজি লালের জীবন, ধর্ম, দর্শন, রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ফ্রেমের এই পরিবর্তন স ারাক্ষণই প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ফ্রেমের সতর্ক পরিবর্তনের জন্য জটিল টেকনিক্যাল শব্দের প্রাচুর্যের মধ্যে পাঠক অসহায় বোধ না করে যন্ত্র ও মানুষগুলোর সাথে এক াত্মবোধ করে।

বিমান তাঁর গল্পে যে অতিমানবিক চেতনার কথা বলেন শীর্ষেন্দুর উপন্যাসে তার ভূমিকা বিস্তৃততর হয়। শীর্ষেন্দু সেই চেতনার কথা ভূতের ছদ্মবেশে নিয়ে আসেন – যে ভূত বলে, সমস্ত পৃথিবীই যান্ত্রিক; তা মেকানিক্যাল বা কেমিক্যাল উভয় প্রকার হতে পারে। এই পৃথিবী যন্ত্রসাদৃশ্য এবং যন্ত্র উপলব্ধির বোধগম্যতা জৈব খণ্ড াংশের তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়; ফেরাস বা দধীচির হাড় গল্পে যন্ত্রের সিস্টেমকে যেমন খণ্ড খণ্ড করে বোঝার চেষ্টা আছে, বিমান বা শীর্ষেন্দু জটিল যন্ত্রতন্ত্রকে অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। জটিল যন্ত্রতন্ত্রের বিশেষ গুণ হল তার সম্পূর্ণ ধর্ম যন্ত্রে খণ্ডাংশের ধর্মের সমষ্টি নয়, ফল খণ্ডাংশের গুণাবলী দিয়ে এই জটিল তন্ত্রকে অনুধাবন করার চেষ্টা না করে তাঁরা সর্বব্যাপী অনুসন্ধান করেছেন। সভ্যতা, সমাজ বা জীবন এক জটিল যন্ত্রতন্ত্রের অংশ। শীর্ষেন্দুর গল্প শেষ হয় এই বলে যে 'দুনিয়ার... গোটাটাই একটা অদ্ভুত টেকনোলজি। যতই বুঝছি ততই আবার বুঝছি না'। এই উপন্যাসে 'যন্ত্রবিদ সীতারাম বক্সির যন্ত্রপ্রিয়তা ছিল কিংবদন্তীর মত।... সে যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলত। যন্ত্রে রাগ অভিমান এবং ভালবাসাও টের পেত।' সীতারাম আবিষ্কার করে যে তাবৎ পৃথিবীর জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিবাহ সমস্ত কিছুই টেকনোলজি, যন্ত্রের মধ্যে যা ঘটে অথবা কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া যাকে সম্ভব করে তোলে। লেখক সীতারামের কাহিনির সমান্তরালে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ নামক যন্ত্রের গঠন, জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ, জনন, মৃত্যুর বর্ণনা করে চলেন, আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসের ন্যারেটিভে যার কোনো প্রভাব থাকে না, কিন্তু তা ন্যারেটিভ ডিসকে ার্সের এক গুত্বপূর্ণ অংশ। যন্ত্র সম্পর্কে তা এক সার্বিক বোধগম্যতা নির্মাণ করে। কারণ সব যন্ত্র স্বাভাবিকভাবে রৈখিক নিয়ম কানুন মেনে চলে না। কারখানা বাঁচ াতে ভূত সীতারামের আসরে নামে। ভূত অর্থাৎ অযন্ত্র। যার শরীর নেই অথচ যে ঘড়ির অ্যালার্ম হয়ে হঠাৎ বাজাতে শু করে, কম্প্যুটার ীনে কিছু লেখা হয়ে ফুটে ওটে, কোন্ মানুষ কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে ধরা পড়ে সব জানা। অর্থাৎ অযন্ত্র হলে তার ব্যবহারে ও কর্মকাণ্ড যন্ত্রের মতই।

কারখানার এবং যন্ত্রের গল্পকারদের প্রধান সমস্যা ভাষাতে টেকনিক্যাল শব্দের প্রাচুর্য। শীষেন্দু গল্পের স্বার্থে শুধুমাত্র যন্ত্র, পিনিয়ন, ঘড়ি, স্যাফ্‌ট, কম্প্যুটার, মেশিন সার্ভিসিং ছাড়া এমন কোনো শব্দ উচ্চরণ করেন না যা পাঠকের অপরিচিত। মানবের 'লোকোমটিভে' স্লাগ, ল্যাডেল, মোল্টেন আয়রন, ট্রানসফরমার, রেকটিফায় ার, আর্নে - কনভার্টার, ডুপ্লেক্স শব, হাই - কার্বন স্টিল ইত্যাদি, স্বপ্নময়ের 'ইঁদুর মানুষ নয়' গল্পে সি. বি. স্কোয়ার লাইন, স্যুইপ, ওয়ান ফিফটি ভ্যার্টিক্যাল মাইল ইত্যাদি কঠিন টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেসব শব্দ তাঁরা গল্পে ব্যবহার করেন তার ব্যাখ্যাও গল্পে এঁকে দেন। এজন্য শুধুমাত্র সংলাপের মধ্যে সীমায়িত থাকে না এইসবশব্দ, তা গল্পের শরীরে থাকে অধিক মাত্রায়। টেকনিক্যাল কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের ব্যাপকতার জন্য তাঁদের গল্পেও প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। এইসব ইংরেজি শব্দের ব্যঞ্জনা ঘটনাকে টানটান করে তোলে এবং ঘটনার চূড়ান্ত বিমূর্ততা নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে। যন্ত্র সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা যন্ত্রের ভাষ্য হিসেবে গল্পের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে গিয়ে নবতর ফ্যান্টাসির জন্ম দেয়। যন্ত্র - সম্পর্কিত এই গল্পগুলোর যে মনঃস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা আছে তা কোনো গল্পই চরম সত্য আবিষ্ক ারের জন্য নয়, বরং তা জীবনের এক সন্তোষজনক এবং শর্তসাপেক্ষ সময়ের ব্যাখ্যাও সময়ের ব্যাখ্যা ও বোধগম্যতার সন্ধান। এই গল্প বুঝতে গেলে ভাষাতত্ত্ব ও বে াধের ঐক্য বুঝতে হবে, সন্ধান করতে হবে যন্ত্রসভ্যতায় মানুষ ও মানুষের স্ট্যাটাস।

গল্প সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও ধারণা সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর নির্ভরশীল । হুইপ - ত্রাক এঞ্জিং থাকবে, ন্যারেটিভ থাকবে, নির্দিষ্ট ঘটনা থাকবে। কারখানার এবং যন্ত্রের যে সমস্ত গল্পের জড়বস্তুর জৈবসত্ত্বা দেখা যায় তা সর্বদা গল্প সম্পর্কিত এইসব মতবাদ সমর্থন করে না। এই ধরনের আখ্যান গল্পের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে। গল্পকে দুটো স্তরে ভাগ করা যেতে পারে — সহজ সরল - সনাতনী সাধারণ গল্প আর অন্য ধরনের আখ্যান - যন্ত্র নিয়ে এই ধরনের গল্পে যন্ত্র এক অন্য মাত্রা নিয়ে আসে। একমাত্র পাঠ ও চর্চার মাধ্যমেই এগুলো আরো বেশি করে আমাদের বোধগম্য হবে।

যন্ত্ররা হঠাৎ লাফিয়ে গল্পের ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষত্ব এই গল্পগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্য বৈশিষ্ট্য এই রহস্যময় ঝিকে নিজস্ব নিয়মের কাঠামোতে আবিষ্কার করা ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় নির্মাণ করা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com